ইউনিট ২

শিশুর বিকাশমান জীবনে মাতৃভাষা

ভূমিকা

বিকাশমান জীবন ও মাতৃভাষা

বীজ থেকে চারা গজাতে নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন। মানব শিশুকেও ধীরে ধীরে বড় হতে দেখেছেন। বড় হতে থাকাটাই বিকাশমান অবস্থা। শিশুর বিকাশমান জীবন তাহলে তার সব রকমের বৃদ্ধি বা বাড়ন। আর তা প্রকাশ পায় দেহের বৃদ্ধি ও মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্যে। শিশুর বিকাশমান জীবনের সাথে মাতৃভাষার একটা গভীর ও সুদৃঢ় যোগসূত্র রয়েছে। খাদ্য পানীয় আলো বাতাস শিশুর দেহকে পুষ্ট করে। মাতৃভাষা তাকে করে সঞ্জীবিত, তার চেতনার জগৎ মাতৃভাষার সোনার আলোর পরশে জেগে ওঠে। মাতৃভাষা হয়ে ওঠে তার অস্তিত্বের অংশ। তাই মানব সত্তার প্রথম বিকাশ হয় মাতৃভাষার ধ্বনি তরঙ্গের যাদুতে।

ভাষার প্রথম বিকাশ

সাধারণ অর্থে মায়ের মুখের ভাষাকে, আর বিশেষ অর্থে- যে দেশে শিশু জন্মগ্রহণ করে সেই দেশের ভাষাকে মাতৃভাষা বলা হয়। শিশুর ভাষার বিকাশ ঘটে তার নিজের পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে। আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সহজ আনন্দে ও স্বাভাবিক নিয়মে তার ভাষার বিকাশ ঘটতে থাকে। শিশুর সব আশা, চিন্তা, স্বপ্ন ও কল্পনা মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে লতার মত বেড়ে উঠতে থাকে।

মাতৃভাষা শেখানোর উদ্দেশ্য

মাতৃভাষা আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে। এই ভাষার পরিমন্ডলে ও নিরাপদ আবহে শিশু বেড়ে ওঠে। মাতৃভাষা শেখাবার তাই বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখা ভাষার চারটি দিক। আর ভিতরে রয়েছে বুঝবার দিক। শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন সে শোনা ও বলায় মোটামুটি সক্ষম। তাহলে শিশুকে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হবে বলা ও শোনার সাথে সাথে তাকে পড়া ও লেখায় সক্ষম করে তোলা। তার শব্দ সম্ভার ও বাক্য গঠন ক্ষমতা সমৃদ্ধ ও উন্নত করা যাতে সে ভালভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। সে তার পরিচিত পরিবেশকে আরও সহজ ও স্বচ্ছন্দে উপলব্ধি করতে পারে। অতএব এটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, শিশুর বিকাশমান জীবনে মাতৃভাষার ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ একান্তই প্রয়োজন। ভাষার ব্যবহারিক নৈপুণ্য অর্জন করার জন্য অবশ্যই তাকে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে এবং এর অনুশীলন করাতে হবে।

উপরের বক্তব্যের উপর গুরুত্ব দিয়েই ‘শিশুর বিকাশমান জীবনে মাতৃভাষা’ এই ইউনিটে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পাঠে আলোচনা করব। আলোচনার সুবিধার্থে আলোচ্য ইউনিটটিকে আমারা চারটি পাঠে ভাগ করেছি। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ২.১: প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব

পাঠ- ২.২: শিশুর মাতৃভাষা শেখার সূচনা ও ক্রমবিকাশ

পাঠ- ২.৩: শিশুর মানসিক বিকাশে মাতৃভাষার ভূমিকা

পাঠ- ২.৪: মাতৃভাষা শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সমস্যা ও প্রতিকার

পাঠ ২.১ প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে মাতৃভাষাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়ার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন।

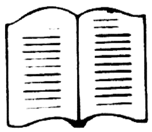

ভূমিকায় আমরা বলেছি শিশুকে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে- তাকে মাতৃভাষা শুনতে, বলতে, পড়তে ও লিখতে সক্ষম করে তোলা। অর্থাৎ সে–

- মাতৃভাষা শুনে বুঝতে পারবে।
- শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে বলতে পারবে।
- স্বাধীনভাবে পড়তে পারবে।
- সুন্দর ও স্পষ্টভাবে লিখতে পারবে।

এর ফলে শিশু যে কোন বিষয় নিজে সহজে বুঝতে পারবে এবং অপরকে বোঝাবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। মাতৃভাষা ভালভাবে শিখলে ভবিষ্যতে যে কোন বিষয় অধ্যয়ন করাও তার পক্ষে সহজ হবে।

মাতৃভাষা আয়ত্ত করতে পারলে শিশুরা তাদের জীবন সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারবে। নিজের দেশ, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে।

এখন যদি আপনাকে প্রশ্ন করি– পরিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশে শিশু যে ভাষা শেখে সেই ভাষা শেখাবার জন্য প্রাথমিক স্তরেই প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের প্রয়োজন আছে কি? আপনি নিশ্চয়ই না বলতে পারবেন না। কারণ বৈজ্ঞানিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাতৃভাষাও বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। শিশুর বিকাশমান জীবনে মাতৃভাষার ব্যবহারিক শিক্ষা তার সার্বিক বিকাশকে স্বচ্ছন্দ ও ফলপ্রসূ করে।

শিশুরা কানে শোনে এবং শোনা কথা বলে। গৃহ পরিবেশে এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু পড়া এবং লেখা তাকে শিখতেই হয়। এ কাজ সম্পন্ন করতে প্রাথমিক বিদ্যালয় তাকে সাহায্য করে। আবার শোনা এবং বলার কাজটিও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

এবার আসুন আমরা প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব নির্ণয়ের বিশেষ কয়েকটি দিক তুলে ধরতে চেষ্টা করি:

ভাব প্রকাশ ও যোগাযোগের মাধ্যম

১. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভাব প্রকাশ, যোগাযোগ, আত্মরক্ষা, লেনদেন, হিসাব-নিকাশের ভাষা হচ্ছে বাংলা যা আমাদের মাতৃভাষা। উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রধান ভাষা হচ্ছে মাতৃভাষা। কাজেই এ স্তরের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা ব্যবহারে যথাযথ দক্ষতা অর্জন করানো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজ বন্ধনের যোগসূত্র

২. শিশুর সমাজ বন্ধনের প্রথম ও প্রধান যোগসূত্রটি হচ্ছে মাতৃভাষা। এ ভাষা তার সামাজিক ও মানসিক সম্পর্ককে সহজ, সুন্দর ও দৃঢ় করে। শিশু যে ভাষা-পরিবেশে বড় হয়, সেই ভাষাই তার অস্তিত্বের অপরিহার্য অংশ এবং সামাজিক জীবনের ভিত্তি।

নিজেকে প্রকাশ করার মাধ্যম

৩. শিশুর নিজেকে প্রকাশ করার উত্তম মাধ্যমটি হচ্ছে ভাষা তথা মাতৃভাষা। মনের যা কিছু ভাব-ভাবনা, আশা-আকাঙ্খা মাতৃভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করা সম্ভব, অন্য ভাষায় নয়।

জাতীয় ঐতিহ্যের বাহক

৪. মাতৃভাষা জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এটি জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিকে ধারণ করে এবং সমৃদ্ধ করে কাজেই শিক্ষার প্রথম স্তর থেকেই মাতৃভাষায় দক্ষতা শিশুকে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। ভাষাবোধ থেকেই শিশুমনে স্বজাত্যবোধ জাগ্রত হবে।

মায়ের মতই আদরের

৫. মাতৃভাষা আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভাষা। জন্মসূত্রেই একে আমরা লাভ করেছি। মায়ের মুখ থেকে শেখা বুলি মায়ের মতই আমাদের কাছে আদরের ও গৌরবের। এ ভাষা শিশুর বিকাশকে সহায়তা দান করে।

অনুভূতি প্রকাশের ভাষা

৬. শিশুর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা প্রকাশের ভাষা মাতৃভাষা। এ ভাষার মাধ্যমে তার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো বিচিত্ররূপে বিকশিত হয়। তার এ বিচিত্ররূপ আমরা খুঁজে পাই শিশুর কথায়, কবিতা বলার ছন্দে, গানের সুরে ও আবেগের প্রকাশে।

সৃষ্টিশীল সত্তার শক্তিশালী বাহন

৭. প্রত্যেক শিশুর মধ্যে একটি সৃষ্টিশীল সত্তা আছে। এই সত্তার বিকাশের জন্য মাতৃভাষা একটি শক্তিশালী বাহন। শিশু যদি ভাষা দক্ষতার মৌলিক দিকগুলো (শোনা, বলা, পড়া, লেখা) নিপুনভাবে অর্জন করতে পারে, তবে সে তার সহজাত শৈল্পিক অনুভূতিকে সহজেই বিকশিত করতে পারবে।

মানসিক পরিপুষ্টির আধার

৮. বিদেশী ভাষার আশ্রয়ে শিশুর মানসিক পরিপুষ্টি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় "সেজদাদা বলতেন আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন।" শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দিতে একমাত্র মাতৃভাষাই সক্ষম। তাই প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান মাধ্যম মাতৃভাষা। মানসিক উন্নতির জন্য মানবিক গুণাবলির উন্মেষে এ ভাষার অবদান অনস্বীকার্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধন ও ব্যক্তি জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি

৯. শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের বাঞ্ছিত ও কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধন। ভাষা দক্ষতার মৌলিক দিকগুলোকে উপযুক্ত ও নিপুনভাবে ব্যবহার করে শিক্ষার উক্ত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। স্থান-কাল-পাত্র এবং প্রয়োজন ভেদে ভাষা তথা মাতৃভাষাকে উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করার ওপরই ব্যক্তি জীবনের সাফল্য নির্ভর করে।

একুশের স্মৃতিকে বহন করছে।

১০. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশু সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। উদারতা, দয়া, সহনশীলতা এসব মানবিক গুণাবলি তার মধ্যে প্রকাশ পায়। মাতৃভাষার জন্য এদেশের তরুণরা আত্মদানে কুণ্ঠিত হয়নি। ফেব্রুয়ারির 'একুশে' সেই মহান স্মৃতিকেই বহন করছে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১১. শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবনের সঙ্গে মাতৃভাষার গভীর ও অন্তরঙ্গ যোগাযোগের ফলেই তার চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। এ কারণেই প্রমথ চৌধুরী মাতৃভাষাকে বলেছেন, "বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্জীবনী রসায়ন"।

উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো বিবেচনা করেই আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে মাতৃভাষাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে এবং আবশ্যকীয় শিখনক্রমের **১১**টি বিষয়ের মধ্যে বাংলা তথা আমাদের মাতৃভাষাকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. শিশুকে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য তাকে নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ে সক্ষম করে তোলা-
ক. পড়তে, লিখতে, অনুবাদ করতে, উপলব্ধি করতে
খ. শুনতে, বলতে, পড়তে, লিখতে
গ. শব্দ চয়নে, বাক্য গঠনে, ভাষা প্রকাশে, বর্ণ বিন্যাসে
ঘ. ভাষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রয়োগে।

২. শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য–
ক. জীবনের কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নিত হওয়া
খ. উচ্চ শিক্ষার সনদ লাভ করা
গ. জীবনের বাঞ্ছিত ও কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধন
ঘ. জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা তথ্য জানা।

৩. গৃহ-পরিবেশে ভাষা শেখার কোন কাজ কিছুটা সম্পন্ন হয়?
ক. বলা ও পড়া খ. পড়া ও লেখা
গ. লেখা ও বলা ঘ. শোনা ও বলা।

৪. সাধারণ অর্থে মাতৃভাষা বলতে আমরা কি বুঝি?
ক. স্বদেশের ভাষা খ. দৈনন্দিন জীবনের ভাষা
গ. মানুষের মনের ভাষা ঘ. মায়ের মুখের ভাষা।

৫. মাতৃভাষা হচ্ছে “বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্জীবনী রসায়ন”- এটি কার উক্তি?
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. অক্ষয় কুমার বড়াল
গ. প্রমথ নাথ বিশী ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. “আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি”- উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ২.২

শিশুর মাতৃভাষা শেখার সূচনা ও ক্রমবিকাশ

ভূমিকা

মায়ের মুখের ভাষাই মাতৃভাষা– এটা সাধারণ কথা। অন্যভাবে বলা যায়, যে দেশে শিশু জন্মগ্রহণ করে, যে দেশের ভাষা পরিমন্ডলে সে বড় হয়ে ওঠে সেই দেশের ভাষাই তার মাতৃভাষা। জন্মসূত্রেই সে তা লাভ করে এবং সহজাত প্রবৃত্তিতে সে তা লালন করে। ক্রমেই সে যত বড় হতে থাকে ততই এই ভাষার সাথে তার পরিচয় গভীর হতে থাকে। আমাদের আজকের পাঠে আমরা শিশুর মাতৃভাষা শেখার সূচনা ও ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলো আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি—

- শিশুর মাতৃভাষা শেখার সূচনা কিভাবে হয় তা বলতে পারবেন এবং
- শিশুর মাতৃভাষা শেখার ক্রমবিকাশের ধারায় বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাব বিশে-ষণ করতে পারবেন।

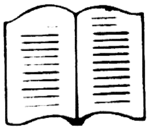

জন্মের পর থেকে যে পরিবেশে শিশু বড় হতে থাকে সেটা ধ্বনিময় পরিবেশ। এই ধ্বনিকে নানাভাবে সাজিয়ে মানুষ তাকে অর্থময় করেছে। কাজেই মানব পরিবেশেই ভাষার জন্ম ও লালন ঘটছে। জনহীন স্থানে ভাষার জন্ম ও বিকাশ হয় না। তাই যদিও মা ও মাতৃভাষার উপর একটি অধিকার নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করে, তবুও এই ভাষা শিখতে কিছু কিছু পরিবেশগত উপাদান তাকে সাহায্য করে। উপাদানগুলো হচ্ছে:

ক. পারিবারিক পরিবেশ।
খ. সামাজিক পরিবেশ।
গ. স্থানীয়/আঞ্চলিক ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ।

ভাষাগত এই যে পরিবেশে শিশুর জন্ম এবং এর মধ্যেই সে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে বিকশিত হতে থাকে। যে নিজের ভাষায় ভাব প্রকাশ করতে পারে না তার স্বাভাবিক বিকাশ ব্যহত হয়, সে পুরোপুরি মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।

এবার আসুন আমরা দেখি উপরোক্ত পরিবেশগুলোর মধ্যে কি ভাবে শিশুর মাতৃভাষা শেখার সূচনা ও ক্রমবিকাশ ঘটে।

পারিবারিক পরিবেশ

শিশুর প্রথম ধ্বনি

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েই শিশু কাঁদে ওঠে। স্বরতন্ত্রীভেদি এই কান্নাই তার প্রথম ভাষা, তার অস্তিত্বের ঘোষণা। জন্মের পর বেশ কিছুদিন এই কান্নাই থাকে তার ভাবপ্রকাশের একমাত্র ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি। এই ধ্বনি কি? নিশ্চয়ই আপনি মনে করতে পারছেন, ধ্বনি হচ্ছে বাক্যের ন্যূনতম একক। যার কোন অর্থ নেই, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে তা অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করতে পারে। ক্ষুধা,

তৃষ্ণা, অভাব, অস্বস্তি সব কিছুই শিশু প্রকাশ করে তার এই অর্থহীন ধ্বনি দিয়ে। ক্রমে শিশুর অর্থহীন ধ্বনির অর্থ বুঝতে পারে তার নিকট আত্মীয়রা, যাঁদের মধ্যে 'মা' ই থাকেন প্রধান। কান্নার মাধ্যমে শিশুর বাক্-প্রত্যঙ্গের অনুশীলন হয়, ফলে বাক্-প্রত্যঙ্গ হয়ে ওঠে সবল ও সক্রিয়। এই কান্না দিয়েই শিশু তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে।

শিশুর বাক্স্ফূরণ

শিশু একটু একটু করে বড় হতে থাকে। পারিবারিক পরিবেশের নানা ধ্বনি শুনতে থাকে, নানা জিনিস দেখতে থাকে। এভাবে ক্রমে সে দেখা ও শোনার মাঝে একটি সামঞ্জস্য বিধান করতে চেষ্টা করে। চারপাশের অনেক কিছু চিনে ফেলে এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিছু কিছু ধ্বনি বুঝে ফেলে। এর পরেই পারিবারের অন্য সদস্যদের অনুকরণে সে ধ্বনিগুলোর মৌখিক স্বীকৃতি দিতে চেষ্টা করে। প্রায়শ দেখা যায় শিশু প্রথমে 'ম' বা 'মা' ধ্বনিটি উচ্চারণ করে। সম্ভবত 'মা' ধ্বনিটি উচ্চারণ করা মানব শিশুর জন্য সহজ, তার বাগ্যন্ত্র 'ম' ধ্বনিটি অল্প প্রয়াসে তৈরি করতে সক্ষম। এরই ফলে হয়তো সে, তার অতিপ্রিয় ব্যক্তিকে 'মা' বা 'ম' অতিপ্রিয় জিনিসটিকে 'মাম' (পানি/দুধ) বলে সকল কালে সকল দেশে সম্বোধন করছে। এভাবে তার বাক্স্ফূরণ ঘটতে থাকে।

অপরিপক্ক ভাষার জগৎ

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অর্থাৎ ছয়-সাত মাস বয়সেই শিশু তার পারিবারিক পরিবেশে শোনা ধ্বনিগুলোর অনুকরণে বিভিন্ন ধ্বনি সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। এটা তার জন্য একটি আনন্দময় খেলা। এই খেলার ছলেই সে তার বাক্-প্রত্যঙ্গগুলোকে কথা বলার জন্য নিজের অজান্তেই তৈরি করে ফেলে। বছর খানেকের মধ্যে সে তার পরিবারের সদস্যদের নাম, তার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন কিছুর নাম বা ক্রিয়া-কর্মের কথা বুঝে ফেলে এবং নিজের মত করে ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। এভাবে তার চেনা পরিবেশ ঘিরে সে তার নিজের রচিত একটি অপরিপক্ক ভাষার জগৎ তৈরি করে ফেলে।

নিরাপদ পারিবারিক পরিবেশ

ক্রমে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তার বাক্-প্রত্যঙ্গগুলো পূর্ণতা পায়। তার দেখার, শোনার ও শেখার জগৎ প্রসারিত হয়। নিরাপদ পারিবারিক পরিবেশ ও পারিবারিক ভাষা মন্ডলে বিচরণ করতে সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এই স্বাচ্ছন্দ্য শিশুকে তার ভাষা শিখনে ও প্রয়োগে সাহায্য করে।

পারিবারিক সাহায্য

শিশুর ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে পরিবারের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। পরিবারই হচ্ছে তার ভাষা শেখার প্রথম ক্ষেত্র। পারিবারিক বাঙময় পরিবেশ তার মৌখিক ভাষাকে প্রস্ফুটিত করতে সাহায্য করে। প্রায়ই দেখা যায় শিক্ষিত পারিবারের যে সব শিশু পারিবারের সদস্যদের স্নেহ ও সাহায্য পায় তারা ভাষা বেশ তাড়াতাড়ি রপ্ত করতে পারে। কারণ এ সব পরিবারের সদস্যরা শিশুদের প্রতি মনোযোগ দেন। তাঁরা শিশুদের জানার আগ্রহ ও কৌতুহলকে উৎসাহিত করেন। তাঁরা শিশুদের সাথে সময় কাটান, কথা বলেন। শিশুদের ছড়া শোনান, ছড়া শেখান। ফলে শিশুরা তাড়াতাড়ি কথা বলে, তাদের শব্দ ভান্ডারও বেড়ে ওঠে। কিন্তু একই ধরনের শিক্ষিত ও স্বচ্ছল পরিবারের শিশুরা যদি পরিবারের সদস্যদের স্নেহ ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তাদের মাতৃভাষা শেখার ভিত যথার্থরূপে গড়ে ওঠে না। এছাড়া শহর ও গ্রামের শিশুদের মাতৃভাষা শিখনের ভিতটিও পারিবারিক পরিবেশের জন্যই ভিন্নরকম হতে পারে। সযত্নে লালিত শিশুরা গৃহের অনুকূল পরিবেশেই শিখনের সুযোগটি পেয়ে যায়।

সামাজিক পরিবেশ

বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন

ছোট্ট শিশুটি হাটি হাটি পা পা করে আরও একটু এগিয়ে, গৃহের চৌকাঠ পেরিয়ে অন্য একটি পরিবেশের সাথে পরিচিত হয়। গৃহ পরিবেশ থেকে প্রশস্ত আর একটি জগৎ। সেটা হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ। সেখানে তার পরিচয় ঘটে বিচিত্র পারিবারিক পরিবেশ থেকে আসা খেলার সাথীদের সঙ্গে, নানা চরিত্রের মানুষের সঙ্গে। ছোট্ট পারিবারিক পরিবেশ থেকে আসা ছোট্ট শিশুটি প্রশস্ত সামাজিক পরিবেশে এসে বিভিন্ন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এখানকার ভাষা পরিমন্ডল আরও ব্যাপক, আরও বিচিত্র। তাই এখানে এসে শিশুর ভাষার ভান্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়। এভাবে ধীরে ধীরে সে এই সামাজিক ভাষা পরিবেশের একজন হয়ে ওঠে এবং সেই সমাজের প্রচলিত ভাষা আয়ত্ত করে ফেলে। অনেক সময় দেখা যায় এ পরিবেশে সে অনেক অবাঞ্ছিত কথাও শিখে ফেলে। এ অবস্থায় পরিবারের বড় সদস্যদের করণীয় হবে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করা। অবাঞ্ছিত শব্দের প্রতি ইচ্ছাকৃত অবহেলা দেখালে শিশুও তার প্রতি আকর্ষণ হারায়। অহেতুক বকাঝকা করলে সমস্যা আরও বেড়ে যেতে পারে।

স্থানীয় বা আঞ্চলিক পরিবেশ

আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব

আপনি তো জানেন অঞ্চলভেদে ভাষার বিভিন্নতা রয়েছে। বিশেষ স্থান বা অঞ্চলের ভাষা-পরিবেশ শিশুর ভাষাকে প্রভাবিত করে। শিশু তার স্বভাব সুলভ আগ্রহেই আঞ্চলিক ভাষা অনুকরণ করে এবং তা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব শিশুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পরবর্তী জীবনে এ প্রভাব থেকে তাকে মুক্ত করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। অভিভাবক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যদি প্রথম থেকেই সচেতন থাকেন তবে শিশু শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হবে।

বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। পরিবার, সমাজ এবং অঞ্চল থেকে অনেক কথা শিখেই সে এখানে আসে। এখানে একত্রিত হয় বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা শিশুরা। শিশুরা তাদের নিজ পরিবেশে কথা বলতে অভ্যস্ত হয়েই এখানে আসে। এসব শিশুদের ভাষা যথাযথ পরিমার্জন করে গ্রহণযোগ্য করাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাতৃভাষার শিক্ষকদের প্রধান কাজ। বলা প্রয়োজন, বিদ্যালয় শিশুর সামাজিক ও আঞ্চলিক পরিবেশের একটি বড় অংশ।

সামাজিক ও আঞ্চলিক পরিবেশ শিশুর পারিবারিক পরিবেশ থেকে ভিন্নতর। পরিবারের স্নেহছায়া থেকে বেরিয়ে এসে এখানে সে বাইরের ভিন্নরকম পরিবেশ অনুযায়ী আচরণ করে ও ভাষা ব্যবহার করে– এটা তার জন্য একটি বড় অভিজ্ঞতা। এখানে তার শব্দ ভান্ডার বাড়তে থাকে। গঠনমূলক এই স্তরেই শিশু এসে পড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের হাতে। কাজেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভাষা শিক্ষক হিসেবে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। শিশুর শিক্ষা যাতে আনন্দময় হয় তার চেষ্টা করতে হবে আপনাকে। ভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি আপনার হাতে তৈরি হবে। তাই আপনি গভীর মমতা ও অসীম দক্ষতার সাথে তাকে মানুষ করবার দায়িত্ব পালন করবেন এটাই সবার কাম্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. নবজাত শিশুর প্রথম ভাষা কি?
ক. 'মা' ডাক
খ. 'ম' জাতীয় ধ্বনি
গ. কান্না
ঘ. বিচিত্র ধ্বনি।

২. জন্মের পর থেকে যে পরিবেশে শিশু বড় হতে থাকে, সেই পরিবেশটি–
ক. স্নেহময়
খ. ধ্বনিময়
গ. পারিবারিক
ঘ. নিরাপদ।

৩. পরিবেশগত যে উপাদানটি ভাষা-শিখনে শিশুকে সাহায্য করার জন্য প্রথমে এগিয়ে আসে তা হচ্ছে–
ক. সামাজিক খ. আঞ্চলিক
গ. প্রাতিষ্ঠানিক ঘ. পারিবারিক।

৪. কোন শিশুরা তাড়াতাড়ি কথা বলে?
ক. যে পরিবারের শিশুরা স্নেহ ও সাহায্য পায়
খ. শিক্ষিত ও স্বচ্ছল পরিবারের শিশুরা
গ. কঠিন শাসনে বেড়ে ওঠা শিশুরা
ঘ. যে পরিবারের শিশুদের আগ্রহ ও কৌতূহল বেশি।

৫. কোন পরিবেশে শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আরম্ভ হয়?
ক. পারিবারিক খ. সামাজিক
গ. বিদ্যালয় ঘ. ধ্বনিময়।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সামাজিক পরিবেশ কি? শিশুর ভাষা শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাব কতটুকু?

২. শিশুর পারিবারিক পরিবেশ বলতে কি বুঝায়?

পাঠ ২.৩

শিশুর মানসিক বিকাশে মাতৃভাষার ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি—

- শিশুর অস্তিত্বের সাথে মাতৃভাষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- মাতৃভাষা কি ভাবে শিশুর মানসিক বিকাশকে পরিপূর্ণ করে তোলে তা জানতে পারবেন।

শিশুর অস্তিত্ব ও মাতৃভাষা

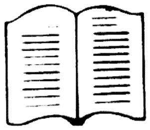

মায়ের কোলে শিশু জন্মগ্রহণ করে। জন্মেই সে মায়ের কথা শোনে। মায়ের মুখের সেই কথা মাতৃভাষা। ধীরে ধীরে শিশুর মুখে কথা ফোটে এটা তার মাতৃভাষা। তার খাওয়া ঘুম আরাম সব কিছুর সাথে জড়িয়ে থাকে মাতৃভাষা। এই ভাষার পরিমন্ডলে সে বেড়ে ওঠে। এবং মাতৃভাষার সোনার কাঠির পরশে তার অস্তিত্বের জাগরণ হয়। খাদ্য, আলো, হাওয়া ও পানি যেমন শিশুর অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। মাতৃভাষাও তাই। এর উপরেই শিশুর অস্তিত্ব নির্ভর করে।

দেখা বা শোনার কোনও অসুবিধা না থাকলে নবজাতক এক মাসের মাধ্যেই মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে অভ্যস্থ হয়। মাকে দেখে ও মায়ের স্পর্শ অনুভব করে। কাঁদতে থাকলে মা কথা বললে সে চুপ করে। শিশুর এই যোগাযোগ প্রকৃতি দেওয়া ক্ষমতারই রূপান্তর। আর এই যোগাযোগই হচ্ছে তার মাতৃভাষার মাধ্যম।

আমরা তাহলে বলতে পারি যে মাতৃভাষার রস ধারায় সিঞ্চিত হয়ে শিশুর সকল রকম বিকাশ বিশেষ করে মানসিক বিকাশ ঘটতে থাকে এবং ক্রমে তা পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে। মানসিক বিকাশ বলতে বুদ্ধিমত্তা বা মেধা ছাড়াও মানসিক গুণাবলির বিকাশও বোঝায়। মেধা বা বুদ্ধি একটা সহজাত বৃত্তি। বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ সুপ্ত থাকে মানব শিশুর মধ্যে বুদ্ধি সহ মানবিক গুণ গুলোও তেমনি অপ্রকাশিত থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর সুপ্ত ক্ষমতার জাগরণ ঘটতে থাকে। তার কথাবার্তা ও আচরণে সেই ক্ষমতার আভাস পাওয়া যায়। শিশুর চিন্তা কাজ ও অনুভূতি প্রকাশে, বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় পাওয়া, আর পাওয়া যায় তার স্মরণ শক্তি, উদ্ভাবন ক্ষমতা ও মানসিক গুণের পরিচয়। আর এই সব গুণাবলির জাগরণ ও প্রকাশ ঘটে মাতৃভাষার মাধ্যমে।

এখন আমরা লক্ষ করব শিশুর মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রভাব। কোন কোন দার্শনিকের মতে শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার মন থাকে খালি শ্লেটের মত। অভিজ্ঞতার সাথে সাথে সেই শ্লেট ভরে ওঠে। এই অভিজ্ঞতা শিশুর মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশের। অভিজ্ঞতা লব্ধ এই যে সম্পদ তা অর্জন সম্ভব হয় মাতৃভাষার দ্বারা।

আমরা তো জানি ভাব আর বস্তু নিয়ে আমাদের পরিবেশ। ভাব এবং বস্তুকে ধারণ করে ভাষা। প্রকাশ করে মাতৃভাষা। যা কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে। ভাষা পরিবাহিত হয়ে ভাব আমাদের শ্রবণে প্রবেশ করে। ভাষার সাহায্যেই আমরা আমাদের সব চাহিদা ও অনুভূতি প্রকাশ করি। এই যে গ্রহণ ও প্রকাশ দিনরাত চলছে তা সম্ভব হয় ভাষার কল্যাণে। শিশুদের বেলায়ও

তাই মাতৃভাষার স্বরতরঙ্গ তার কানে ও মনে প্রবেশ করে তার মনোজগতের সৃষ্টি করে। জানা কথা শোনা শব্দ ও বাক্যের আধারে এই ভাব তার গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা হয় না; অসুবিধা হয় তখন যখন অন্য ভাষা, অজানা শব্দ, দুর্বোধ্য বাক্য পথ রোধ করে দাঁড়ায়। এই ভাবেই মাতৃভাষার কল্যাণময় পরশে শিশুর মানসিক বৃত্তিগুলো জাগ্রত ও বর্ধিত হতে থাকে।

জীবন ধারণের জন্য শিশুর যা প্রয়োজন তা সে মাতৃভাষার সাহায্যে প্রকাশ করে। প্রথম দিকে যদিও তার ভাষা থাকে শিশু সুলভ অস্ফুট বা ভুলে ভরা। তবুও তার সেই ভাষা তার সব ব্যাপারে সাহায্য করে, সে পরিতৃপ্ত হয়। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক বিকাশের পথও প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হতে থাকে।

খাদ্য শুধু দেহের ক্ষুধা মেটায়। মানব শিশুর জন্য প্রয়োজন স্নেহ মমতা আদর ও যত্নের। অপার্থিব এই সম্পদ শিশু লাভ করে মাতৃভাষার মাধ্যমে। মা বাবা ভাই বোন মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে ভালবাসাগুলো তার কাছে উজাড় করে দেন। স্নেহ মমতা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সুন্দর করে গড়ে তোলে। তার মানবিক গুণাবলি তথা মানসিক বিকাশ স্নেহ মমতার পরশে বিকশিত হয়ে ওঠে।

শিশু পৃথিবীতে নবাগত। পরিবেশ সম্পর্কে তার প্রশ্নের শেষ থাকে না। মা বাবা ভাই বোনকে সে সারাক্ষণ প্রশ্ন করে মাতৃভাষায়। আর মাতৃভাষায় সে তার প্রশ্নের জবাব পায়। এই প্রক্রিয়া তার বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনা শক্তিকে জাগ্রত ও পরিতৃপ্ত করে। যা তার মানসিক বিকাশের সহায়ক হয়।

শিশু যখন পড়তে শেখে মাতৃভাষার সঙ্গে তার নতুন এক পরিচয় ঘটে। সে বুঝতে পারে পড়া ছাপানো কথা। সে বুঝতে পারে বর্ণ, শব্দ, বাক্য এবং তার অর্থ। শিশু রবীন্দ্রনাথের জীবনে ''জল পড়ে পাতা নড়ে'' শব্দ কটি বাংলা ভাষায় তার কাছে অপূর্ব এক অভিজ্ঞতার উদ্বোধন করেছিল। এই উদ্বোধন মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ যার কোনও সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

খেলাধূলা শিশুর অস্তিত্বের অংশ। খেলতে খেলতে সে বড় হয়, সে মানুষ হয়। খেলার ভাষা তার মাতৃভাষা। খেলার অবদান তার জীবনে অসীম। আর এই অবদান প্রভাব বিস্তার করে তার মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে।

রবীন্দ্রনাথের শিশু বিষয়ক কবিতাগুলো মা ও মাতৃভাষা নিয়ে শিশুর নানারকম কৌতূহল প্রশ্ন আবেগ ও অনুভূতির এক অমূল্য সংগ্রহশালা। আমরা দেখেছি 'মাঝি' কবিতায় এর প্রতিফলন। নদীকে ঘিরে যে বিচিত্র জীবন সেই জীবনে অংশ নেবার ইচ্ছাতে সে মাঝি হতে চায়। তবে তাতে মায়ের সম্মতি চায়। আগেই বলেছি পরিবেশ মানব শিশুর জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। আর তা মাতৃভাষাকে ঘিরে প্রবাহিত হয়। এর সব কিছু তার মনোজগতে পূর্ণতার স্বাক্ষর রাখে।

দুঃসাহসিক অভিযান বা অ্যাডভেঞ্চার সব শিশুর মনের মধ্যে বাসা বাঁধে। রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' কবিতায় শিশু মনের বীরত্বের রূপ দিয়েছেন কবি। কল্পনার মুক্তি ও আরেক অনুভূতির নির্ভাবনা পরিভ্রমণ সম্ভব হয়েছে মাতৃভাষার মাধ্যমে। বাস্তব জগতে দেখা যায় শিশু মনের সকল বিকাশের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয় মাতৃভাষা।

নজরুলের, থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে/দেখব এবার জগৎটারে; গোলাম মোস্তফার, লক্ষ আশা অন্তরে/ঘুমিয়ে আছে মন্তরে ইত্যাদি অবিনশ্বর বাণী বাংলা ভাষার হীরার খনি। এই সব ছবি ও কথা মাতৃভাষার উজ্জ্বল আলোতে শিশুর মনোজগতে যে ফুল ফোটে, ফল ফলে তারই কালজয়ী ফসল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ কবিতার মূলভাব কী?
   ক. ভবিষ্যতের স্বপ্ন
   খ. দুঃসাহসিক অভিযান
   গ. সমবেদনা
   ঘ. উচ্চাকাঙ্খা।

২. শিশুর মানসিক বিকাশ বলতে বোঝায়?
   ক. মেধা ও বুদ্ধি
   খ. মানবিক গুণ
   গ. স্মৃতি শক্তি
   ঘ. এর সব কিছু।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও অন্যান্য কবি সাহিত্যিকরা শিশু বিষয়ক রচনার মধ্যে কোন কোন বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন তা বর্ণনা করুন।

পাঠ ২.৪

মাতৃভাষা শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সমস্যা ও প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- মাতৃভাষা শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন এবং
- মাতৃভাষা শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সমস্যাগুলোর প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

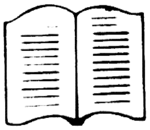

আমরা জানি যে, শিশুর মাতৃভাষা তার সমগ্র অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মাতৃভাষা পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারলে শিশুরা তাদের জীবন সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারবে। প্রাথমিক স্তর থেকেই মাতৃভাষা ভালভাবে বলতে, পড়তে ও লিখতে শিখলে শিশু যে কোন বিষয় সহজে বুঝতে ও বোঝাতে পারবে।

বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে মাতৃভাষা বাংলার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শিক্ষার মাধ্যমও বাংলা ভাষা। বাংলায় পাঠদান ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এই জ্ঞান সে তার জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। কাজেই মাতৃভাষার শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া অত্যন্ত সুষ্ঠু, সুন্দর ও সাবলীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আক্ষেপের সঙ্গেই বলতে হয় আমাদের দেশে মাতৃভাষা শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অনেক সমস্যায় জর্জরিত। দেখা গেছে যে শিক্ষক অন্য কোন বিষয় পড়াতে অক্ষম বা অনীহা প্রকাশ করেন তাঁকেই দেওয়া হয় মাতৃভাষা বাংলা পড়াতে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মাতৃভাষা শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় আরও সমস্যাতো রয়েছেই। আসুন দেখি এই সমস্যাগুলো কি, আর তার সমাধানের জন্যই বা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

মাতৃভাষায় দক্ষ শিক্ষক

১. আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বাংলা ভাষায় দক্ষ শিক্ষকের একান্ত অভাব। প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ভাষার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত তৈরি হয় এবং এই ভিতের উপরেই শিশুর বাকী জীবনের শিক্ষা নির্ভর করে। এখানেই ভাষা সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন। ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, বাক্যের সূক্ষ্ম ধারণাগুলো যদি এখানেই না দেওয়া যায় তবে পরবর্তী জীবনে শিক্ষার্থীর পক্ষে আর এগুলো শেখা সম্ভব হয় না।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভাষা ও সাহিত্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব খুব বেশি। কোন বিষয়টি কি ভাবে শেখাতে হবে সে সম্পর্কে ভাষা শিক্ষকের ধারণা না থাকার কারণে তাঁর শিক্ষাদান ফলপ্রসূ হয় না। এখানে জ্ঞানের অভাব নয়, প্রশিক্ষণের অভাবই বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যা সমাধানে ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকদের জন্য কার্যকর ও ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণ-হীন সব ভাষা শিক্ষককে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর ভাষাভিত্তিক স্বল্প মেয়াদী কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের পেশাগত মান উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের মান

৩. অনেক সময় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকরা শিক্ষাদানে তাঁদের প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করেন না বা করতে পারেন না। এক্ষেত্রে শিক্ষকের কি অসুবিধা হচ্ছে, সেটা দেখার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষক ও পরিদর্শকের। শিক্ষক যদি কোন অসুবিধার সম্মুখিন হন তবে সেই অসুবিধা দূর করার জন্য প্রধান শিক্ষককে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর শিক্ষক যদি লব্ধ জ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে না পারেন বা না করেন তবে তাঁকে ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকতার দায়িত্ব দেওয়া হবে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে।

ভাষাভিত্তিক কর্মতৎপরতা

৪. আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভাষাভিত্তিক কর্মতৎপরতার সুযোগ সীমিত। অনেক ক্ষেত্রে ভাষা শিক্ষক নিজেই উৎসাহ দেখান না। কিন্তু একজন ভাষা শিক্ষক হিসেবে আপনার কর্তব্য হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণির বাইরে ভাষাভিত্তিক বিভিন্ন কর্মতৎপরতার আয়োজন করা এবং শিক্ষার্থীদের তাতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। এজন্য আপনি অন্যান্য শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করাতে পারেন। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে পারলে তাঁরাও এ ক্ষেত্রে অনেক সময় সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

পাঠ্যপুস্তকের মান

৫. প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলো যে উপযুক্ত মান সম্পন্ন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় না। তাই প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, প্রচ্ছদ, ছাপা, বাঁধাই, আকার, চিত্র এবং চিত্রের রং সম্পর্কে ব্যাপক মতামত যাচাই করা প্রয়োজন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচন করে ভাষা শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকের ওপর যুক্তি নির্ভর মতামত সংগ্রহ করা প্রয়োজন। প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তকগুলোর সার্বিক পরিমার্জন করা সম্ভব হতে পারে। এ দায়িত্ব পালন করবেন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

৬. বর্তমানে সর্বত্রই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করা হচ্ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন চলতে পারে। অন্যান্য শ্রেণিতে বাংলা ব্যাকরণের মূল্যায়ন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে হতে পারে কিন্তু ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত জ্ঞান যাচাই করার জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থায় রচনামূলক বা সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। শুধু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে গেলে শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতার প্রকাশ ঘটবে না। তার সৃজনশীল সৃষ্টি কর্মের স্ফূরণ হবে না।

বানান সমস্যা

৭. মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বানান সমস্যা বেশ বড় সমস্যা। এক্ষেত্রে মাতৃভাষার শিক্ষক হিসেবে আপনাকে বানান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বানান সম্পর্কে সংশয় উপস্থিত হলে আপনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অভিধানগুলোর সাহায্য নিতে পারেন। অনুমোদিত অভিধানগুলো হচ্ছে:

ক. বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান- প্রধান সম্পাদক, ড. মুহম্মদ এনামুল হক।
খ. ব্যবহারিক শব্দ কোষ- কাজী আব্দুল ওদুদ।
গ. চলন্তিকা- রাজ শেখর বসু।
ঘ. সংসদ বাংলা অভিধান- সঙ্কলিত, শৈলেন্দ্র বসু।

এছাড়া মাতৃভাষার শিক্ষককে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত ১৯৩৬ সালে বানানরীতি; এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ গঠিত বানান কমিটি কর্তৃক

বানান সম্পর্কিত সুপারিশমালা (পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের সমতাবিধান বিষয়ক জাতীয় কর্মশিবির-কুমিল-া, ১৯৮৮ সাল) সম্বন্ধে ভাল ধারণা রাখতে হবে।

> ১৯৩৬ সালের বানানরীতি আপনি চলন্তিকা এবং সংসদ বাংলা অভিধানের পরিশিষ্টে পাবেন। ১৯৮৮ সালের সুপারিশমালা এই বই -এর 'বানানের নিয়ম ও বানান শিক্ষা' পাঠে পাবেন।

উচ্চারণ সমস্যা

৮. উচ্চারণ সম্পর্কিত সমস্যা ও মাতৃভাষার শিক্ষকের জন্য একটি বড় সমস্যা। আমাদের দেশের বেশির ভাগ শিক্ষক ও অভিভাবক বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে উদাসীন। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণের মান কেমন তা না বললেও অনুমান করা যায়। আমরা পূর্বেই জেনেছি- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভাষা দক্ষতার দুটি দিক (শোনা ও বলা) মোটামুটি আয়ত্ত করেই বিদ্যালয়ে আসে। এই দক্ষতা তারা অর্জন করে তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও আঞ্চলিক ভাষাগত পরিবেশ থেকে। বিভিন্ন ভাষাগত পরিবেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীর উচ্চারণও বিভিন্ন প্রকার হবে এটাই স্বাভাবিক। মাতৃভাষার শিক্ষক হিসেবে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে এদের ভাষাকে একটি সর্বজনীন আদর্শমানে উন্নয়ন করা। তাই প্রথমে প্রয়োজন আপনার নিজের উচ্চারণ সঠিক করা এবং শুদ্ধ উচ্চারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা। রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমগুলোতে সাধারণত আদর্শমান সম্পন্ন উচ্চারণে খবর ও অন্যান্য বিষয় উপস্থাপন করা হয়। তাই আপনাকে সেগুলো অত্যন্ত সচেতনভাবে শুনতে হবে এবং অনুকরণ করতে হবে। এ ছাড়া আজকাল উচ্চারণের উপর বিভিন্ন ক্যাসেট ও অভিধান বাজারে বেরিয়েছে। সেগুলো সংগ্রহ করে শুনবেন, পড়বেন এবং চর্চা করবেন। আপনি নিজে শুদ্ধ উচ্চারণ অনুশীলন করবেন এবং শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন। প্রয়োজনে উচ্চারণ শেখার উপকরণ শ্রেণিতে ব্যবহার করবেন।

উপকরণ সমস্যা

৯. মাতৃভাষা শিক্ষাদানের নির্ভরযোগ্য উপকরণ হচ্ছে– বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের ছবি ও উলে-খযোগ্য গ্রন্থ, শব্দের তালিকা, বানানের তালিকা, উচ্চারণ ক্যাসেট ইত্যাদি। আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে একটি সাধারণ মানের গ্রন্থাগারেরই অভাব রয়েছে অন্যান্য উপকরণের কথাতো বলাই বাহুল্য। উপকরণ সংগ্রহের ব্যাপারে বিষয় শিক্ষক নিজেই উদ্যোগী হবেন। প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য নিতে পারেন। আপনি নিজে অবশ্যই পাঠানুরাগী হবেন এবং শিক্ষার্থীদের পাঠানুরাগী করে তোলার আন্তরিক প্রয়াস নেবেন। পেশার প্রতি অনুরাগের কারণে এবং পেশায় নিজেকে সার্থক করবার বৃহত্তর স্বার্থেই আপনি প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি সংগ্রহ করবেন, পড়বেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লব্ধজ্ঞান প্রয়োগ করবেন। মনে রাখবেন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আপনি (শিক্ষক) নিজেই সবচেয়ে বড় উপকরণ। আপনার হাত, পা, মুখ, চোখ, কণ্ঠস্বর, কথাবলার ভঙ্গি, দৃষ্টি এসব কিছুকেই আপনি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

উপরোক্ত সমস্যা ছাড়াও ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আরও নানা সমস্যা থাকতে পারে তাৎক্ষণিক সমস্যাও আসতে পারে। ভাষা শিক্ষককে তাঁর পেশাগত সচেতনতা, মেধা, বুদ্ধি, ধৈর্য ও তাৎক্ষণিক কর্মতৎপরতা দিয়ে সেগুলোর সমাধান করতে হবে। তাঁর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক হবে সহজ, অনাবিল, মধুর ও নমনীয়। এই সুন্দর সম্পর্কের জোরেই তিনি যে কোন সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য কামনা করতে পারেন এবং পেতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উপকরণ–
ক. বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থ
খ. মাতৃভাষার শিক্ষক নিজেই
গ. বিখ্যাত কবি/সাহিত্যিকদের ছবি/গ্রন্থ
ঘ. রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট ইত্যাদি।

২. মাতৃভাষার যে শিক্ষক তাঁর প্রশিক্ষণ-লব্ধ জ্ঞান শ্রেণিতে প্রয়োগ করতে অনীহা দেখান, কর্তৃপক্ষের উচিত তাঁকে–
ক. আবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে প্রেরণ করা
খ. প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে বাধ্য করা
গ. ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক রাখা হবে কিনা তা বিবেচনা করা
ঘ. অন্য শাস্তি প্রদানা করা।

৩. 'ভাষাভিত্তিক কর্মতৎপরতা' চালু রাখার প্রধান দায়িত্ব-
ক. প্রধান শিক্ষকের
খ. প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের
গ. শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের
ঘ. মাতৃভাষার শিক্ষকের।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভাষা শিক্ষক হিসেবে আপনি যে যে সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো উল্লেখ করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব কতটুকু আলোচনা করুন।

২. ভাষা শেখার ক্রমবিকাশের ধারায় শিশুর পারিবারিক পরিবেশের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

৩. সামাজিক ও স্থানীয় পরিবেশ শিশুর মাতৃভাষা শিখনে কি ভূমিকা পালন করে?

৪. মাতৃভাষা শিশুর মানসিক বিকাশে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে? আলোচনা করুন।

৫. আমাদের দেশে মাতৃভাষা শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার সমস্যাগুলো কি? এবং এর প্রতিকারই বা কি?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

১. খ; ২. গ; ৩. ঘ; ৪. ঘ; ৫. ক;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

১. গ; ২. খ; ৩. ঘ; ৪. ক; ৫. গ;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

১. গ; ২. ঘ;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

১. খ; ২. গ; ৩. ঘ;